বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

ইস্যু ভিত্তিক অডিট রিপোর্ট

২০১০-২০১১

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২০টি
শাখার রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে
রপ্তানী ভর্তুকী/নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান এর উপর
২০০৫-২০০৯ অর্থ বছর সমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

ইস্যু ভিত্তিক অডিট রিপোর্ট

২০১০-২০১১

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২০টি শাখার রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে রপ্তানী ভর্তুকী/নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান এর উপর ২০০৫-২০০৯ অর্থ বছর সমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরন	পৃষ্ঠা নম্বর
০১॥	কম্পট্রোলার এন্ড অডিট জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
০২॥	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
০৩॥	প্রথম অধ্যায়	১
০৪॥	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
০৫॥	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪-৫
০৬॥	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
০৭॥	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
০৮॥	অডিটের সুপারিশ	৬
০৯॥	উত্থাপিত আপত্তির উপর আদায়কৃত টাকার বিবরণ	৭-৯
১০॥	দ্বিতীয় অধ্যায়	১১

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ-১	চামড়ার জুতা, সেন্ডেল ও ব্যাগ রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
অনুচ্ছেদ-২	বাজার হতে ক্রয়কৃত সিগারেট ও বিড়ি রপ্তানীর বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪
অনুচ্ছেদ-৩	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ৰতি।	১৫
অনুচ্ছেদ-৪	রপ্তানীকৃত পণ্য Leather Foot Wear এর নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার/ সিলিং না থাকা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন হার অপেৰা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৬
অনুচ্ছেদ-৫	সুপারী ও মেহগনি ফলের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
অনুচ্ছেদ-৬	রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর কাষ্টমস্ বন্ড ফ্যাসিলিটি ভোগ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে পুনরায় নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৮
অনুচ্ছেদ-৭	সঠিকভাবে FOB মূল্য নির্ধারণ না করে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৯

১১॥ **মহাপরিচালকের স্বাক্ষর** ১৯

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট , ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ১১-১২-১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ২৫-০৩-২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

রপ্তানী বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণের জন্য দেশীয় পণ্য সরাসরি রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্থ ছাড় করা হয়। উক্ত ছাড়কৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করে থাকে। উক্ত নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন এফ-ই সার্কুলার জারী করা হয়েছে। কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের স্মারক নং-সিএজি/অডিট /এলএডি/৩২৪(০৭)/২৪৩ তাং-১৩/৩/০৮ এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক দ্বিতীয় ধাপে মাত্র ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২০টি শাখার ২০০৫-০৯ সন পর্যন্ত সময়ে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাবের উপর একটি অডিট পরিচালনা করা হয়। অডিটের সময় দেখা যায় আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং সার্বিক কার্যক্রমে আশানুরূপ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। অডিট সমাপনান্তে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আলাদা আলাদা ভাবে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ব্যাংক সমূহের অনিস্পত্তিকৃত আপত্তিগুলো একত্রিত করে একটি রিপোর্ট এবং আধা-সরকারী পত্র যথাক্রমে ২৬/১০/১০ এবং ৯/১২/২০১০ তারিখে সচিব বরাবর জারী করা হয়।

আধা সরকারী পত্র জারী করার পর অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-১ এর স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০৩৮.২০১০-৭৮৭ তাং-২০/১২/২০১০ এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ২৮/১২/২০১০ তারিখে একটি আন্তঃবিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার পর স্মারক নং-০৭.১০১. ০২০.০৩.০৯.০৩৮.২০১০-১১ তাং-৩/১/২০১১, স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০৩৮.২০১০-৪৯২ তাং-২২/৫/২০১১ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ স্মারক নং-৫৩.০০৬.০০১.০৫.০৫.০৭৭-২০১০/২৩৮ তাং-১৯/৬/২০১১ এর আলোকে অনিস্পত্তিকৃত ৭টি অনিয়মের বিপরীতে মোট ৩২,১৫,০৪,৩৪৬/- টাকা এর আপত্তি এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উত্থাপিত ২০টি অডিট আপত্তির বিপরীতে ৭৫,৩২,৮২৩/- টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হলে অডিট আপত্তিতে উত্থাপিত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা সম্ভব। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ কল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

তারিখঃ ২১-১১-১৪১৮ বঙ্গাব্দ
০৫-০৩-২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানজেমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
১	চামড়ার জুতা, সেন্ডেল ও ব্যাগ রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩,৬৬,৬৯,৮৪৩/-
২	বাজার হতে ক্রয়কৃত সিগারেট ও বিড়ি রপ্তানীর বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬,০২,৪৫,৩৯৫/-
৩	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ৰতি।	১২,০২,৩৩,০৯৭/-
৪	রপ্তানীকৃত পণ্য Leather Foot Wear এর নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার/ সিলিং না থাকা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন হার অপেৰা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৪১,১৬,৩২৪/-
৫	সুপারী ও মেহগনি ফলের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫,৩৯,৫৬,৫৯৭/-
৬	রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর কাষ্টমস্ বন্ড ফ্যাসিলিটি ভোগ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে পুনরায় নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬১,১৮,৩৪৬/-
৭	সঠিকভাবে FOB মূল্য নির্ধারণ না করে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৬৪,৭৪৪/-
	মোট =	৩২,১৫,০৪,৩৪৬/-

অডিট বিষয়ক তথ্য
(Information of Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর : ২০০৫-২০০৯
(Audited Year)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত ২০টি শাখা
(Audited Units)

- জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা ও কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা ও রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
- প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা, ঢাকা।
- এ, বি, ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।
- এইচ এস বি সি লিঃ, হেড অফিস, মেইন ব্রাঞ্চ, ঢাকা ও আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস শাখা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ, ও স্যার ইকবাল রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা।
- ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
- ব্যাংক এশিয়া লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা ও গুলশান শাখা, ঢাকা।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, স্যার ইকবাল রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা।
- আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ, নারায়ণগঞ্জ শাখা, নারায়ণগঞ্জ।
- বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা।
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, লোকাল অফিস শাখা, মতিঝিল, ঢাকা, পল্টন শাখা, ঢাকা ও বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা, দিলকুশা, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি : কমপ্লায়েন্স অডিট।
(Nature of Audit)

নিরীক্ষার কাল : ০৪/০৪/২০১০ হতে ২১/০৭/২০১০
(Period of Audit)

নিরীক্ষার পদ্ধতি : পরীক্ষামূলক নিরীক্ষা (Test Audit)- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা, তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে আলোচনা।
(Audit Methodology)

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে যারা ছিলেন : জনাব মোঃ কামাল আনোয়ার, পরিচালক, দল প্রধান।
জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য।
জনাব মোঃ ইয়াহিয়া, এস এ এস সুপার, সদস্য।
জনাব বাবুল আক্তার, অডিটর।

অডিট রিপোর্টের তত্ত্বাবধান : জনাব মোঃ কামাল আনোয়ার, পরিচালক ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অডিটের উদ্দেশ্য
(Objectives of Audit) :

- রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান ও নির্দেশনাসমূহসহ মূসক আইন ও বিধি-১৯৯১ এবং কাষ্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিতকরণ।
- ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

নিরীক্ষার আওতা
(Scope of Audit) :

- দেশীয় পণ্য সরাসরি রপ্তানী (Direct Export) হিসাবে চিহ্নিত এরূপ ১০/১২ টি আইটেমের পণ্যের রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থের বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম।
- বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানী ভর্তুকী সংক্রান্ত জারীকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও আদেশ পর্যালোচনা।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত রপ্তানী ভর্তুকী/নগদ সহায়তা (Cash Incentive) সংক্রান্ত ভর্তুকীর হার।
- রপ্তানী সংক্রান্ত মূসক আইন ও বিধি-১৯৯১ এবং কাষ্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ পর্যালোচনা।

নিরীক্ষা কৌশল ও পদ্ধতি
(Audit Approach and Methodology) :

- দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে।
- সাক্ষাৎকার ও নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রসমূহ উদঘাটন করা হয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রযোজ্য বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ভর্তুকীর নির্ধারিত হার সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১, কাষ্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ যথাযথভাবে পরিপালন করা প্রয়োজন।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতিবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদেশসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা প্রয়োজন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ **(Causes of Irregularities and Losses)**	▪ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা । ▪ বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশ সমূহ এবং সরকারি বিধি বিধান প্রতিপালন না করা।
অডিটের সুপারিশ **(Recommendations)** ঃ	▪ বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানী ভর্তুকী সংক্রান্ত জারীকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও আদেশ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি ১৯৯১, কাষ্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ এর আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। ▪ রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ আদায়ের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ▪ Cash Incentive / রপ্তানী ভর্তুকী / নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি বিধান প্রতিপালন করা প্রয়োজন। ▪ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করণ আবশ্যক। ▪ ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং সিস্টেম জোরদারকরণ প্রয়োজন।

২০০৫-০৯ সনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে আদায়কৃত ৭৫,৩২,৮২৩/- টাকার বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	নগদ সহায়তা প্রদানকারী ব্যাংকের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	জনতা ব্যাংক লিঃ, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা), প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৮,৫২,৪০৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-৫৭-১০৪, ৫৭-১০৫, ৫৭-১০৬ তাং-২৫/৮/১০, এবং ৫১ তাং-৬/৯/১০ মূলে ৩,৮৮,৮৯৫/- টাকা এবং ৫৩ তাং-৪/১১/১০ মূলে ৪,৬৩,৫০৯/- টাকা=মোট ৮,৫২,৪০৪/- টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা এ জমা দেয়া হয়েছে।	৮,৫২,৪০৪/-
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, স্যার ইকবাল রোড কর্পোরেট শাখা, খুলনা	বরফ আচ্ছাদিত মাছের নীট ওজনের উপর নগদ সহায়তা প্রদান না করে অনিয়মিতভাবে বরফ সহ মাছের ওজনের উপর নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২,৮৭,২২১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-১৩/২৬ তাং-১৭/৮/১০ মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে।	২,৮৭,২২১/-
৩	এইচ,এস,বি,সি, লিঃ, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম	হিমায়িত চিংড়ি Retail Pack এর পরিবর্তে Bulk Pack এ রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৩,৮৪,৩৭৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-৭১/৪১ তাং-১৮/৮/১০ ইং মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	৩,৮৪,৩৭৭/-
৪	এইচ,এস,বি,সি, লিঃ, মেইন ব্রাঞ্চ, ঢাকা	চামড়ার সেন্ডেল রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৩৪,৮১,৬৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-৭১/৫৬ তাং-৫/৯/১০ ইং মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	৬,১৪,৪২২/-
৫	ব্যাংক এশিয়া লিঃ, স্কশিয়া শাখা, কাওরান বাজার, ঢাকা।	সঠিকভাবে ফ্রেইট বাদ না নিয়ে এফওবি মূল্য নির্ধারণ পূর্বক নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২৩,১৭২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-৫৫২ তাং-৮/৯/১০ ইং মূলে সোনালী ব্যাংক, লোকাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	২৩,১৭২/-
৬	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকা	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৯,০২,৩৪৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-০৩/৪৫ তাং-১৬/৯/১০ ইং মূলে = ২,৫২,৯৭৯/- টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, চালান নং-৮১ তাং-১৯/৯/১০ ইং মূলে= ২,০৫,৮৫০/- টাকা, চালান নং-২৩৮ তাং-১০/১১/১০ ইং মূলে = ২,৩৩,১১৫/- টাকা সোনালী ব্যাংক, লোকাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকা এবং চালান নং-০৩/৬৩ তাং-২৩/৯/১০ ইং মূলে = ২,১০,৪০০/- টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এ মোট ৯,০২,৩৪৪/- টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।	৯,০২,৩৪৪/-
৭	এবি ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম	৫ পাউন্ড Retail Pack এর স্থলে ৫ পাউন্ডের বেশি ওজনের Bulk Pack হিমায়িত মাছ রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১০,৩৭,৭১২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-২১০৩৫, ২১০৩৬ তাং-৩/১০/১০ ইং মূলে = ৩,২১,৬৭৫/- টাকা, চালান নং-২১০৬৫ তাং- ২৮/১০/২০১০ ইং মূলে = ৫২,৫১৪/- টাকা ও চালান নং-২১১২০ তাং-১০/১১/১০ ইং মূলে ৬,৬৩,৫২৩/- টাকা মোট ১০,৩৭,৭১২/- টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে।	১০,৩৭,৭১২/-

ক্রঃ নং	নগদ সহায়তা প্রদানকারী ব্যাংকের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
৮	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২,৫৩,৯৩৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-০৬/১৯ তাং-২৩/৮/১০ ইং মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	২,৫৩,৯৩৬/-
৯	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, লোকাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকা	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৬৭,১২০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-৫১ তাং-৫/৯/১০ ইং মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	১,৬৭,১২০/-
১০	-ঐ-	বিদেশে উৎপাদিত ফল রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২৩,০৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	-ঐ-	২৩,০৫০/-
১১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা, দিলকুশা, ঢাকা	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,০১,১৪২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-৫৮ তাং-৯/৯/১০ ইং মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	১,০১,১৪২/-
১২	ব্যাংক এশিয়া লিঃ, গুলশান শাখা, ঢাকা	একই ই এক্স পি, ইনভয়েস ও শিপিং বিলের বিপরীতে রপ্তানীকৃত একই পরিমান চামড়ার জুতার উপর দুইবার নগদ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সরকারী ১৩,৬১,৪৬৫/- টাকা আত্মসাৎ।	ট্রেজারী চালান নং-৫৮ তাং-১২/১০/১০ইং মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	১৩,৬১,৪৬৫/-
১৩	বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা	চামড়ার ব্যাগ রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১৯,৫৭৬/-রাজস্ব ক্ষতি।	চালান/ টোকেন নং-৩/৫৭৪ তাং-৭/১১/২০১০ মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এ জমা করা হয়েছে।	১৯,৫৭৬/-
১৪	বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৪,৫৬,১৪৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান/ টোকেন নং-৩/৫৭৪ তাং-৭/১১/২০১০ মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এ জমা করা হয়েছে।	৪০,১৫২/-
১৫	বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা	চামড়ার সু-আপার রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৫৯,৬৩৩/- রাজস্ব ক্ষতি।	চালান/ টোকেন নং-৩/৫৭৪ তাং-৭/১১/২০১০ মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এ জমা করা হয়েছে।	৫৯,৬৩৩/-
১৬	বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা	রপ্তানীকৃত আলুর নিট FOB মূল্যের উপর নগদ সহায়তা প্রদান না করায় ২০,৩৫৯/- রাজস্ব ক্ষতি।	চালান/ টোকেন নং-৩/৫৭৪ তাং-৭/১১/২০১০ মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এ জমা করা হয়েছে।	২০,৩৫৯/-
১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ. মতিঝিল শাখা ঢাকা	চামড়ার ব্যাগ ও সেন্ডেল রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৮,৩২,৩১৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং- ও তাং-২৫/১০/১০ ইং মূলে(৪,৬১,৪৩৩+৩,৭০,৮৮২) মোট ৮,৩২,৩১৫/- টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।	৮,৩২,৩১৫/-

ক্রঃ নং	নগদ সহায়তা প্রদানকারী ব্যাংকের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১৮	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, স্যার ইকবাল রোড কর্পোঃ শাখা, খুলনা।	প্রাপ্য নগদ সহায়তার চেয়ে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৩৬,৪৪১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-১০১৬ তাং-৯/১১/১০ মূলে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।	১,৩৬,৪৪১/-
১৯	-ঐ-	৫ পাউন্ড Retail pack এর স্থলে ৫ পাউন্ডের বেশী হিমায়িত মাছ রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-১/১১ তাং-২৩/১২/১০ মূলে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।	১,৭৩,৭৫৪/-
২০	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা।	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২,৪২,২২৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান/ টোকেন নং-২/২৬১৫ তাং-২৭/১২/১০ মুলে বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এ জমা করা হয়েছে।	২,৪২,২২৮/-
			মোট =	৭৫,৩২,৮২৩/-

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-১॥

শিরোনাম ঃ চামড়ার জুতা, সেন্ডেল ও ব্যাগ রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় ৩,৬৬,৬৯,৮৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ ব্যাংক এশিয়া লিঃ, গুলশান শাখা (রপ্তানী বিভাগ), ঢাকা এর ২০০৫-০৯ সনের রপ্তানী ভর্তূকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে, জেনিস সুজ লিঃ এবং ফাইভ আর ফুট ওয়্যার লিঃ কে চামড়ার জুতা, সেন্ডেল ও ব্যাগ রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৩,৬৬,৬৯,৮৪৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ,ই, সার্কুলার নং-০৯ তাং-১৭/৪/২০০০ এর ২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক নীট FOB মূল্য যা পরিশিষ্ট-"A" তে বর্ণিত DEDO কর্তৃক রপ্তানীকৃত চামড়ার প্রতি জোড়া জুতা, সেন্ডেল এবং প্রতিটি ব্যাগের নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং যথাক্রমে US$ ২০/-, US$ ৬/- ও US$ ২২/- থাকা সত্ত্বেও তার চেয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে- যা প্রাপ্য নয়।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"ক" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে দাবী নামা জারী করা হয়েছে।

আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তঃ আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশিস্নষ্ট ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে যাচাইয়ে সঠিক প্রতীয়মান হওয়ায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আপত্তিকৃত টাকা ইতিমধ্যেই আদায় করা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২॥

শিরোনাম ঃ বাজার হতে ক্রয়কৃত সিগারেট ও বিড়ি রপ্তানীর বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় ৬,০২,৪৫,৩৯৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা (রপ্তানী বিভাগ), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-০৯ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বাজার হতে ক্রয়কৃত সিগারেট, বিড়ি ও জর্দ্দা রপ্তানীর বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে মেসার্স আলিফ ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকাকে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৬,০২,৪৫,৩৯৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।

কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-১৪, তাং-২২/১১/০৩ এর অনুচ্ছেদ নং-১ কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশীয় উৎপাদিত তামাক রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। অর্থাৎ তামাককে কৃষি জাত পণ্য হিসাবে গণ্য করা হযেছে। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ ই সার্কুলার নং-১৫ তাং-৬/১০/২০০৫ ইং এর অনুচ্ছেদ-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানীর ৰেত্রে কেবলমাত্র উৎপাদনকারী-রপ্তানীকারকগণই নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবেন।এই সার্কুলার এর অনুঃ নং- ২ এর সংযোজিত তালিকাতে এগ্রোপ্রসেসিং ৬০টি পণ্যের তালিকায় সর্বশেষ ক্রমিকে জর্দ্দার নাম উলেস্নখ থাকলেও তা স্বীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত হতে হবে।

তামাক খাতের পণ্য বলতে Unmanufactured Tobacco, যেমন তামাক পাতা, ডাটা ইত্যাদিকে বুঝায়। তামাক হতে সিগারেট, বিড়ি ও জর্দ্দা উৎপাদিত হলে তা প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষি পণ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। বিশেষ করে তামাক প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় সিগারেট, বিড়ি ও জর্দ্দা তৈরী হয়- যা প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য। তাছাড়া এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য হিসাবে উক্ত তালিকায় সিগারেট ও বিড়ির নাম অন্ত্মর্ভূক্ত না থাকায় নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়। এখানে উলেস্নখ্য যে, রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান আলিফ ইন্টারন্যাশনাল নিজে উক্ত প্রদর্শিত রপ্তানীকৃত সিগারেট, বিড়ি ও জর্দ্দা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও নয়।

এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলে মতামত চাওয়া হলে মনিটরিং সেল, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এর স্মারক নং- অম/অবি/মনিঃ বিবিধ (ভর্তুকী)/২০০২ (পার্ট ফাইল) ৮৪ তাং-২৪/২/২০১১ মূলে সুস্পষ্ট মতামতে জানান যে, তামাক প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় তৈরী সিগারেট, বিড়ি ও জর্দ্দা রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা/ ভর্তুকীর আওতাভুক্ত হবে না (কপি সংযুক্ত)। অর্থাৎ নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"খ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ তামাক খাতের পণ্যসমূহ রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। সিগারেট যেহেতু তামাক খাতের পণ্য সেহেতু নগদ সহায়তা পরিশোধ করা হয়েছে।

আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তঃ আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্ত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের উপরোক্ত স্মারকের আলোকে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ দেশীয় উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য তামাক (তামাক ডাটা ও পাতা) রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। কিন্তু শিল্প কারখানায় প্রস্তুতকৃত সিগারেট, বিড়ি ও জর্দ্দা কৃষিজাত পণ্য বহির্ভূত বিধায় এ সকল পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩॥

শিরোনাম ঃ রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১২,০২,৩৩,০৯৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৭টি শাখার ২০০৫-০৯ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাবের অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে, পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর আবেদনের নির্ধারিত সময়সীমা (১৮০ দিন) অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও অনেক পরের আবেদনকৃত দাবীর উপর ভিত্তি করে বিধিবহির্ভূতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় ১২,০২,৩৩,০৯৭/- টাকা রাজস্ব ৰতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।

কারণ, দেশীয় বস্ত্র রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা সংক্রান্ৰ বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-০৯ তাং-৫/৩/০১ মোতাবেক রপ্তানী মুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদানের শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি রপ্তানী মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের (PRC) ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন না করা হলে নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রাপ্য নয়।

উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদানের ৰেত্রে যখন যতটুকু রপ্তানী করা হয় এবং মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়ে থাকে তখন ততটুকুর উপরই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের প্রেৰিতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। উলেস্নখ্য যে, একটি এল-সি/ ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানী জন্য একাধিক Partial Shipment করা হলেও প্রতিটি Partial Shipment এর ৰেত্রে পৃথক পৃথক Exp. , শিপিং বিল/ বিল অব এক্সপোর্ট, বিল অব লেডিং/ বি-এল, ইনভয়েস এবং পি,আর,সি (বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন) হয়ে থাকে। এৰেত্রে প্রতিটি রপ্তানী পণ্যের Shipment করা বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের তারিখ হতে ১৮০ দিনের মধ্যে নগদ সহায়তার জন্য আবেদন করতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "গ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে গ্রাহক আবেদনপত্রে ভুল বশতঃ প্রকৃত তারিখের পরিবর্তে ভুল তারিখ উলেস্নখ করেছেন। ঋণপত্রের বিপরীতে একাধিক প্রত্যাবাসনের তারিখ থাকায় সর্বশেষ প্রত্যাবাসনের তারিখ হতে ১৮০ দিন গণনা করা হয়েছে।

আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ ই সার্কুলারের শর্ত অনুযায়ী প্রতিটির রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসনের ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন করা না হলে নগদ সহায়তা প্রদানের কোন অবকাশ নেই। অর্থাৎ যখন যতটুকু রপ্তানী করা হয় এবং মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়ে থাকে তখন ততটুকুর উপরই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। তাছাড়া আন্ৰঃবিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যেই বর্ণিত টাকা আদায় করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪॥

শিরোনাম ঃ রপ্তানীকৃত পণ্য Leather Foot Wear এর নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার/ সিলিং না থাকা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৪,৪১,১৬,৩২৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ ব্যাংক এশিয়া লিঃ, গুলশান শাখা এবং এইচ,এস,বি,সি লিঃ, হেড অফিস, মেইন ব্রাঞ্চ (রপ্তানী বিভাগ), ঢাকা এর ২০০৫-০৯ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে, Leather Foot Wear এর নগদ সহায়তার নির্ধারিত হার/ সিলিং না থাকা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন হার অপেৰা অতিরিক্ত হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৪,৪১,১৬,৩২৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে - যা আদায়যোগ্য।

কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ,ই, সার্কুলার নং-০৯ তাং-১৭/৪/২০০০ এর ২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক নীট FOB মূল্য যা পরিশিষ্ট-"A" তে বর্ণিত DEDO কর্তৃক রপ্তানীকৃত চামড়ার জুতা ও সেন্ডেলের নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং প্রতিজোড়া যথাক্রমে US$ ২০/- এবং US$ ৬/-। কিন্তু এক্ষেত্রে Leather Foot Wear রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার কোন সিলিং না থাকায় চামড়ার জুতা ও সেন্ডেলের সিলিং এর মধ্যে যেটা কম সেই সিলিং হারে প্রাপ্য। এৰেত্রে নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানে বিধিবহির্ভূতভাবে সর্বনিম্ন সিলিং এর চেয়ে অতিরিক্ত হারে প্রদান করা হয়েছে- যা প্রাপ্য নয়।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"ঘ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক ফুটওয়্যার অর্থাৎ জুতা প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত। চামড়ার সেন্ডেল প্রস্তুত বা রপ্তানী করার কোন সুযোগ নেই।

আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তঃ আন্তঃবিভাগীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রতিনিধির সাথে যৌথভাবে যাচাইয়ে দেখা যায় আপত্তির বিপরীতে রপ্তানীকৃত সকল দলিলাদিতে ফুটওয়্যার উলেস্নখ রয়েছে- বিধায় অতিরিক্ত প্রদানকৃত টাকা প্রাপ্য নয়-যা আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ এই একই প্রতিষ্ঠান এইচ,এস,বি,সি লিঃ, হেড অফিস, মেইন ব্রাঞ্চ, ঢাকা হতে সেন্ডেল রপ্তানীর বিপরীতে জুতা/ Footwear রপ্তানী দেখিয়ে প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা গ্রহণ করায় অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে আংশিক টাকা ইতিমধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। কাজেই জবাবের সাথে রপ্তানীর কার্যক্রম দৃশ্যত ভিন্নতর। তাছাড়া আন্তঃবিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যেই বর্ণিত টাকা আদায় করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫।

শিরোনাম ঃ সুপারী ও মেহগনি ফলের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় ৫,৩৯,৫৬,৫৯৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা (রপ্তানী বিভাগ), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-০৯ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স জামাল ট্রেডার্স এবং মেসার্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ পুরানা পল্টন (৮ম তলা), ঢাকা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুপারী ও মেহগনি ফলের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী / নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করায় ৫,৩৯,৫৬,৫৯৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

কারণ - ▪ (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ঢাকা এর কৃষি পণ্য রপ্তানী সংক্রান্ত এফ-ই সার্কুলার নং- ১৫ তাং-৬/১০/০৫ অনুযায়ী **কেবল মাত্র দেশীয় উৎপাদিত সুপারী ও মেহগনি ফলের ভিতরের অংশ রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive)** প্রাপ্য। কিন্তু রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানের রপ্তানীকৃত সুপারী এবং মেহগনি ফল সংগ্রহের সমর্থনে শুধুমাত্র দেশীয় বিক্রয়কারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম - নগদ সহায়তা আবেদন পত্রে উল্লেখ থাকলেও উক্ত পণ্য সংগ্রহ/ ক্রয়ের বিপরীতে ক্রয়ের ভাউচার (ক্যাশ মেমো), ডেলিভারী চালান, ট্রাক ভাউচার (ক্যাশ মেমো) এর মধ্যে মিল নেই।

▪ (২) আবেদন ফরমে রপ্তানীকৃত মালামাল ঢাকার বাইরে হতে সংগ্রহ দেখানো হলেও রপ্তানীর সময় উক্ত মালামাল স্থলবন্দর বেনাপোল পৌছানোর স্বপক্ষে পরিবহন ট্রাক ভাউচারে/ ট্রাক রিসিপ্ট এ পণ্য বোঝাই/ Load/ গন্তব্য স্থান মিল নেই। **কিছু প্রদর্শিত ট্রাক রিসিপ্টে বেনাপোল টু পেট্রোপোল ভারত লেখা পরিশিষ্ট-ঙ(১) ও ঙ(২)। কিন্তু বেনাপোল স্থল বন্দরে উক্ত পন্য কিভাবে পৌছানো হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই।** স্থল বন্দর/ শুল্ক ষ্টেশনে ট্রাক ভাউচারই বিল অব লেডিং (বি,এল) হিসাবে বিবেচিত। এছাড়া রপ্তানীপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ডেলিভারী চালান এবং ক্যাশ মেমোতে একই ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে ভিন্ন তারিখ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রমিক নং- এর সহিত তারিখের ধারা বাহিকতার মিল নেই যেমন : আগের ক্রমিক পরের তারিখে এবং পরের ক্রমিক আগের তারিখে ক্রয় দেখানো হয়েছে। প্রদর্শিত রপ্তানী পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একই ক্রমিক নাম্বারের ক্যাশ মেমো ও ডেলিভারি চালান দুইবার দেখানো হয়েছে। ইহা ব্যতীত প্রদর্শিত রপ্তানী পণ্য সংগ্রহের পূর্বেই উক্ত পণ্য রপ্তানী (শিপমেন্ট) দেখানো হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঙ(১)। রপ্তানীর অনেক পরে এতদসংক্রান্ত এক্সপোর্ট এসোসিয়েশনের সনদপত্র যোগ করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত বর্ণনার আলোকে রপ্তানীকৃত পণ্য দেশে উৎপাদিত হিসাবে বিবেচিত হয়না বিধায় এক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়।

▪ (৩) রপ্তানীকৃত পণ্যের শিপিং বিল/ বিল অব এক্সপোর্ট এ রপ্তানীকারী হিসাবে মেসার্স জামাল ট্রেডার্স, ঢাকা ও মেসার্স জয়মা ইন্টারন্যাশনাল, কলিকাতা এবং মেসার্স সিমকী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা ও মেসার্স জয়মা ইন্টারন্যাশনাল, কলিকাতা উল্লেখ্য করা হয়েছে- যা গ্রহণযোগ্য নয়।

▪ (৪) তাছাড়া কেবলমাত্র মেহগনি ফলের ভিতরের অংশের রপ্তানীর জন্য নগদ সহায়তা প্রাপ্য হলেও এক্ষেত্রে শুধু মেহগনি ফল রপ্তানী দেখানো হয়েছে যা নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়।

▪ (৫) ৩(তিন) টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১৫,৪২,৯৪,০০০/- টাকা মূল্যের রপ্তানী পণ্য ক্রয় দেখানো হলেও স্থানীয় উক্ত বিক্রয়কারীর (সরবরাহকারী হিসেবে) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং টি আই এন নেই। উক্ত কাগজপত্র না থাকায় রপ্তানীকৃত পণ্য দেশীয় উৎপাদিত পণ্য হিসেবে ক্রয়ের কোন প্রমাণিত হয় না বিধায় এক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ঙ, ঙ(১) ও ঙ(২)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ যাচাইপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তঃ আন্তঃবিভাগীয় সভার যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাচাইয়ে দেখা যায় মালামাল বেনাপোল স্থলবন্দরে পৌছানোর স্বপক্ষে পরিবহন ট্রাক ভাউচারে/ ট্রাক রিসিপ্ট এ পণ্য বোঝাই/ Load/ গন্তব্য স্থান মিল নেই। **কিছু প্রদর্শিত ট্রাক রিসিপ্টে বেনাপোল টু পেট্রোপোল ভারত লেখা।** স্থল বন্দর/ শুল্ক ষ্টেশনে ট্রাক ভাউচারই বিল অব লেডিং (বি,এল) হিসাবে বিবেচিত। এছাড়া রপ্তানীপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ডেলিভারী চালান এবং ক্যাশ মেমোতে কোন মিল নেই। উপরোল্লিখিত বর্ণনায় রপ্তানীকৃত পণ্য দেশে উৎপাদিত হিসাবে বিবেচিত হয়না বিধায় এক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়-যা আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার মন্তব্য, ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ স্থানীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পুনরায় যাচাই করার পর আপত্তিকৃত টাকা নির্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া আন্তঃবিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যেই বর্ণিত টাকা আদায় করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬॥

শিরোনাম ঃ রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর কাষ্টমস্ বন্ড ফ্যাসিলিটি ভোগ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে পুনরায় নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৬১,১৮,৩৪৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস (রপ্তানী বিভাগ), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ২০০৭-০৯ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর কাষ্টমস্ বন্ড ফ্যাসিলিটি ভোগ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে পুনরায় রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৬১,১৮,৩৪৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

- কারণ এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস্ লিঃ কর্তৃক রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ডাইস ও কেমিক্যালস্ এবং সুতা কাষ্টমস্ বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানী করা হয়েছে। কাষ্টমস্ বন্ডের আওতায় আমদানীকৃত উক্ত ডাইস ও কেমিক্যালস এবং সুতা কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ.পি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) এর মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের জন্য বিনা শুল্কে খালাস করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফ ই সার্কুলার নং-৯, তারিখ-৫/৩/২০০১ এর নির্দেশ মোতাবেক দেশীয় বস্ত্রের এবং দেশীয় বস্ত্রজাত পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রীর রপ্তানীর ক্ষেত্রে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণাদির জন্য শুল্ক বন্ড বা ডিউটি ড্র- ব্যাক সুবিধা ভোগকৃত না হলে বস্ত্র উৎপাদন- সরবরাহকারী পক্ষ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) সুবিধা ভোগ করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রপ্তানীকারক কাষ্টমস্ বন্ড ফ্যাসিলিটি ভোগ করার পরও পুনরায় উক্ত রপ্তানীকারককে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে- যা প্রাপ্য নয়। এখানে উলেস্নখ্য যে, কাষ্টমস বন্ডের মাধ্যমে আমদানীকৃত উপকরণের যে পরিমাণ উপকরণ রপ্তানী পণ্যে ব্যবহারের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে শুধু সেই পরিমাণ উপকরণের উপরই রাজস্ব ক্ষতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "চ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত সুতা দ্বারা তৈরী বস্ত্রের বিপরীতে উক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। যে পণ্যের উপর বন্ড সুবিধা নেয়া হয়ে থাকে তা হিসাবায়ন করে বাদ দেয়া হয়েছে।

আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তঃ আন্তঃবিভাগীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ডাইস ও কেমিক্যালস এবং সুতা বন্ডের মাধ্যমে আমদানী পূর্বক কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ পির মাধ্যমে বিনা শুল্কে খালাস করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা ভোগ করা হলেও নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উহা সঠিকভাবে বাদ দেয়া হয়নি। আন্তঃবিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যেই বর্ণিত টাকা আদায় করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭॥

শিরোনাম ঃ সঠিকভাবে FOB মূল্য নির্ধারণ না করে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৬৪,৭৪৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা এবং জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস (রপ্তানী বিভাগ), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-০৯ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) সংক্রান্ত হিসাব অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে, রপ্তানীকৃত হিমায়িত মাছের সঠিকভাবে FOB মূল্য নির্ধারণ না করে এবং কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত FOB মূল্যের উপর নগদ সহায়তা প্রদান না করে অতিরিক্ত মূল্যের উপর প্রদান করায় ১,৬৪,৭৪৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

কারণ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ঢাকা এর হিমায়িত মৎস্য এবং কৃষি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এফ,ই, সার্কুলার যথাক্রমে নং-২৩ তাং-১২/১২/০২ ও সার্কুলার নং-এফ ই পিডি (কম) ২৯১ (হিমায়িত মাছ) নীতি/ ২০০৩-৬৬১ তাং-৩/৬/০৩ মোতাবেক হিমায়িত চিংড়ির প্রতি পাউন্ডের সর্বোচ্চ FOB মূল্য US$ ৩/৭৯ এবং অন্যান্য মাছের প্রতি পাউন্ডের সর্বোচ্চ FOB মূল্য US$ ১/১০ ধার্য করে নগদ সহায়তা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সর্বোচ্চ নির্ধারিত FOB মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যের উপর নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং সার্কুলার নং-২৪ তাং১২/১২/২০০২ মূলে কৃষি পণ্য বিমানযোগে রপ্তানীর ক্ষেত্রে Air Way Bill এ রপ্তানী পণ্যের বর্ণিত বিমান ভাড়া (ফ্রেইট) সি এন্ড এফ মূল্য হতে কমিশন সহ বাদ দেয়ার পর প্রকৃত এফ, ও, বি মূল্য ধার্যযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করে কম বিমান ভাড়া (ফ্রেইট) বাদ দিয়ে এফ,ও,বি মূল্য ধার্য পূর্বক নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"ছ(১), ছ(২)" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আন্তঃ বিভাগীয় সভার সিদ্ধান্তঃ আন্তঃবিভাগীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা ইতিমধ্যেই আদায় করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
ফোনঃ- ৮৩১৬১৩০

বাঃসঃমুঃ-২০১১/১২-৩৯২২কম/এ-৭৫০ বই-২০১১।